দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27-DEC-1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
019

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা বিস্তারে কয়েকটি প্রস্তাব

শিক্ষাহীন মানব মেরুদণ্ডহীন—আদিম জীবেরই নামান্তর। দেহকে সংহত, সমুন্নত, কর্মক্ষম করে মেরুদণ্ড; আর মনকে সংহত, সমুন্নত, কর্মক্ষম করে শিক্ষা। সুতরাং শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

শিক্ষার সাথে জাতির উন্নতি এবং অবনতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পৃথিবীতে যত জাতির উত্থান-পতন দেখতে পাওয়া যায় তার পেছনে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বা অবনতিই অন্যতম। উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায়, সেসব দেশে শিক্ষিতের হার প্রায় শতকরা একশ'। দেশের জনসংখ্যার প্রায় সবাই শিক্ষিত হওয়ার কারণে সেসব দেশে দক্ষ জনশক্তির উপস্থিতি যেমন বেশী তেমনি জাতীয় সমস্যা কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে সেসব দেশের জনগণ সব সময়ই সচেতন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে সে তুলনায় শিক্ষার হার অত্যন্ত নগণ্য। তাই আমাদের জনগণ তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন নয়। ফলে আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো কার্যকর করা হলে তা আমাদের শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

এক ঃ নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেয়া। আমাদের দেশে সামাজিক বিধি-নিষেধ প্রধানত মেয়েদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা একটু বড় হয়ে উঠলেই তাদের বিদ্যালয়ে গমন বন্ধ করে দেয়া হয়। এটা আমাদের শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মারাত্মক বাধা। কারণ, একজন মেয়ে শিক্ষিত হলে সে তার সমস্ত পরিবারটাকে শিক্ষিত করতে সক্ষম। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে একজন মহিলাই একটি আদর্শ পরিবারের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হিসেবে যে কাজ করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দুই ঃ সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাই একমাত্র অবলম্বন হওয়া উচিত। আমাদের শিক্ষাদানের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় প্রকৃত শিক্ষা লাভের প্রধান অন্তরায় মাতৃভাষাকে শিক্ষালয় হতে দূরে সরিয়ে রাখা। শিক্ষা এবং মাতৃভাষা দু'টি আষ্টেপিষ্ঠে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ কখনো সম্ভব নয়। কারণ, শিক্ষার কাছে মাতৃভাষার দাবীই সর্বাগ্রে।

তিন ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাসনকে প্রাধান্য না দিয়ে শিক্ষার্থীর চিন্তা এবং বোধ ক্ষমতার প্রতি নজর দেয়া। আমাদের শিক্ষাদান প্রণালীর মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে শিক্ষা আমাদের যথার্থ আপন হয়ে উঠে। উদাহরণস্বরূপ আধুনিক সমাজের কিণ্ডারগার্টেনগুলোর কথা ধরা যাক। যেখানে শিক্ষার্থীর মননশক্তির প্রতি বরাবরই উদাসীন্য প্রদর্শন করা হয়। তাই তারা অভিভাবকদের আভিজাত্য প্রয়াস এবং শিক্ষকদের রক্ত চক্ষু শাসানির ভয়ে পাঠাংশ কণ্ঠস্থ করে কাজ চালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিদ্যালয়ের গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে সাথে সাথেই তাদের মন থেকে কেতাবী বিদ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সুতরাং এটা যে আমাদের শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে তা বলা অত্যুক্তি হবে না।

চার ঃ মাস এডুকেশন বা গণশিক্ষার প্রচলন বাড়িয়ে বয়স্কদের শিক্ষিত করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ, যেসব পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিরা শিক্ষিত নয়, সেসব পরিবারের অভিভাবকরা শিশুদের শিক্ষার প্রতি তেমন উৎসাহ প্রদর্শন করে না। যেহেতু শিশুরা জাতির ভবিষ্যত তাই শিশু শিক্ষার প্রতি আমাদের আগে নজর দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করা কোন ব্যক্তি, দল বা মুষ্টিমেয় লোকের একার দায়িত্ব নয়। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারাই এর সামগ্রিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব।

—এম, এস, জামান,

ভর্তি সমস্যা

ভর্তি সমস্যা আমাদের দেশে নতুন কথা নয়। বিশেষ করে শহর অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির ব্যাপারে রীতিমত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। নামী দামী স্কুল কলেজগুলোতে সাধারণত ভাল ছাত্র-ছাত্রীরাই ভর্তির সুযোগ পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক সরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক মহল বিশেষ উদগ্রীব হয়ে থাকেন। কারণ সেসব স্কুলের পরীক্ষার ফলাফল ভাল হয়। অনেকেই মনে করে মাধ্যমিক স্কুলে পরীক্ষার ভাল ফলাফলের উপর নির্ভর করে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ। তাছাড়া আসন সংখ্যা সীমিত থাকায় ছাত্র ভর্তি রীতিমত একটা সমস্যায় পরিণত হয়েছে। কলেজগুলোতেও এই একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। ভাল ভাল কলেজগুলো ভর্তি বিজ্ঞপ্তি আহবান করার সময় প্রথম বিভাগের এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর উল্লেখ করে দেয়।

ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও এমন অনেকে আছে যারা যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন নিকটবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও স্বল্প ব্যয়ের শিক্ষার পথ বেছে নেয়। এসব ক্ষেত্রে অনেক ভাল ভাল মেধা ছাত্র-ছাত্রীকে আমরা হারিয়ে ফেলি। এই সমস্যার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে ভাল শিক্ষক ও সুন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অবহেলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নত করে ভর্তি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

মোস্তফা খান